প্রিয় নতুন বন্ধু -

আপনার অসাধারণ প্রশ্ন: হজরত ঈসা যদি সত্য হয়, তাহলে আমার কি করা উচিত?

আমাদের উত্তর: আমরা কিতাবুল মোকাদ্দাসে পড়েছি যে ফিলিপি শহরের একজন ব্যক্তি যিনি একই প্রশ্ন করেছিলেন। হজরত পৌল একমাত্র সঠিক উত্তর দিয়েছেন। হজরত ঈসা মসীহের দূত হিসাবে আমরা কেউই তার উত্তরে উন্নতি করতে পারিনি:

- প্রেরিত ১৬:২৯-৩১ তখন সেই জেল-রক্ষক একজনকে বাতি আনতে বলে নিজে ছুটে ভিতরে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের পায়ে পড়লেন। তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন, **নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?**" তাঁরা বললেন, "**আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।**"

আল্লাহর সন্তান হওয়ার সবচেয়ে রোমাঞ্চকর সত্য হল যে, কাউকে কিছু করতে হবে না!

আমাদের শুধুমাত্র আল্লাহর কালাম দ্বারা তাঁর পুত্র, হজরত ঈসা মসীহের উপর **বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে বলা হয়েছে**, কারণ যা যা করতে হবে তা ইতিমধ্যেই প্রায় ২০০০ বছর আগে হজরত ঈসা মসীহের জেরুশালেমের বাইরে সেই কোরবানি সলিবে সম্পন্ন হয়েছে।

হজরত ঈসা সেই সলিবে মারা যাওয়ার ঠিক আগে, তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, "সমাপ্ত হলো!" নাজাতের জন্য যা যা প্রয়োজন ছিল তা সেই মুহূর্তে একেবারে এবং সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছিল।

এখন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের গুনাহ এবং বিদ্রোহের জন্য অর্থ প্রদানের জন্য তাঁর পুত্র হজরত ঈসার প্রতিস্থাপিত মৃত্যুর নিখুঁত কাজকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য মানবজাতির কোনও "কাজ বা কাজ" কখনই গ্রহণ করবেন না।

হজরত ঈসা, আমাদের বিকল্প হিসাবে, আপনার গুনাহের জন্য এবং আমার জন্য প্রয়োজনীয় কোরবানি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছেন। যখন আমরা হজরত ঈসা এবং তাঁর মৃত্যু, সমাধি, পুনরুত্থান এবং বেহেস্তে আরোহণের উপর নির্ভর ও ঈমান আনি, তখন আমরা তাঁর চিরন্তন পরিবারে "পুনরায় জন্মগ্রহণ করি"।

নাজাত এবং হজরত ঈসা মসীহে বিশ্বাস আল্লাহর কাছ থেকে একটি উপহার।

- ইফিষীয় ২:৮-১০ আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহরই দান। **এটা কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নি**, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে। আমরা আল্লাহ্‌র হাতের তৈরী। আল্লাহ্‌ মসীহ্‌ ঈসার সংগে যুক্ত করে আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা সৎ কাজ করি। এই সৎ কাজ তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, যেন আমরা তা করে জীবন কাটাই।

যে প্রশ্নটি প্রত্যেক ব্যক্তির মুখোমুখি হয় তা হল: "আপনি কি হজরত ঈসা মসীহে বিশ্বাস করবেন এবং পবিত্র আল্লাহ যে কেউ তাঁর পুত্র, হজরত ঈসা মসীহের উপর নির্ভর করবে এমন কাউকে দেওয়া নাজাতের উপহার গ্রহণ করবেন?"

আপনার প্রশ্নের দ্বারা, মনে হচ্ছে পাক রুহ ইতিমধ্যেই আপনার কাছে হজরত ঈসা মসীহকে প্রকাশ করেছেন এবং আপনি বিশ্বাস করেছেন! আজ আপনার বিস্ময়কর খবর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আপনি মহান রহমত করা হয়েছে. আমরা আপনার সাথে যোগ দিচ্ছি এবং মহান আনন্দের সাথে আপনার রহমতে অংশ নিচ্ছি।

- মথি ১৬:১৩-১৭ পরে ঈসা যখন সিজারিয়া-ফিলিপি এলাকায় গেলেন তখন সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "ইব্‌নে-আদম কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে?" তাঁরা বললেন, "কেউ কেউ বলে আপনি তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া; কেউ কেউ বলে ইলিয়াস নবী; আবার কেউ কেউ বলে ইয়ারমিয়া নবী বা নবীদের মধ্যে একজন।" তখন তিনি তাঁদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?" শিমোন-পিতর বললেন, "**আপনি সেই মসীহ্, জীবন্ত আল্লাহ্‌র পুত্র**।" জবাবে ঈসা তাঁকে বললেন, "শিমোন ইব্‌নে ইউনুস, **ধন্য তুমি**, কারণ কোন মানুষ তোমার কাছে এটা প্রকাশ করে নি; আমার বেহেশতী পিতাই প্রকাশ করেছেন।

- ইউহোন্না ১৪:৬ ঈসা সাহাবীকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

কারণ আল্লাহর পাক রুহ হজরত ঈসা মসীহকে আপনার কাছে প্রকাশ করেছেন, আপনি এখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে রহমতপ্রাপ্ত হয়ে উঠেছেন। কেন? কারণ হজরত ঈসা এই সত্যটি ঘোষণা করেছিলেন যে মৃত্যুর পরে বেহেস্তে প্রবেশের একমাত্র উপায় হল একজনের জীবদ্দশায় আধ্যাত্মিকভাবে পুনরায় জন্ম নেওয়া।

- ইউহোন্না ৩:৩ ঈসা নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, **নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে পায় না।**"

- ইউহোন্না ৩:৫-৮ জবাবে ঈসা বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, পানি এবং পাক-রুহ্ থেকে জন্ম না হলে কেউই আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকতে পারে না। মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ, আর যা পাক-রুহ্ থেকে জন্মে তা রুহ্। আমি যে আপনাকে বললাম, **আপনাদের নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার**, এতে আশ্চর্য হবেন না। বাতাস যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে বয় আর আপনি তাঁর শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসে এবং কোথায়ই বা যায় তা আপনি জানেন না। **পাক-রুহ্ থেকে যাদের জন্ম হয়েছে তাদেরও ঠিক সেই রকম হয়।**"

যখন কেউ "পুনরায় জন্মগ্রহণ করে" তখন তাদের একটি নতুন পরিবারে আনা হয়। অবশ্যই, সেই ব্যক্তি অবিলম্বে স্বর্গীয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরিচিত হতে চাইবে এবং তাদের সাথে মধুর পারিবারিক সম্পর্ক রাখতে এবং একসাথে আনন্দ করার আকাঙ্ক্ষা থাকবে। ইচ্ছা এবং নতুন পরিবার ২ করিন্থীয় ৫ এ স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

- ২ করিন্থীয় ৫:১৭-১৯ যদি কেউ মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে **সে নতুনভাবে সৃষ্ট হল।** তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে। এই সব আল্লাহ্ থেকেই হয়। **তিনি মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের সংগে আমাদের মিলিত করেছেন,** আর তাঁর সংগে অন্যদের মিলন করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন। এর অর্থ হল, আল্লাহ্ মানুষের গুনাহ্ না ধরে মসীহের মধ্য দিয়ে নিজের সংগে মানুষকে মিলিত করছিলেন, আর সেই মিলনের খবর জানাবার ভার তিনি আমাদের উপর দিয়েছেন।

- ২ করিন্থীয় ৫:২০-২১ সেইজন্যই আমরা **মসীহের দূত** হিসাবে তাঁর হয়ে কথা বলছি। আসলে আল্লাহ্ যেন নিজেই আমাদের মধ্য দিয়ে লোকদের কাছে অনুরোধ করছেন। তাই মসীহের হয়ে আমরা এই মিনতি করছি, "তোমরা আল্লাহ্‌র সংগে মিলিত হও।" ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।

যখন একজন রাষ্ট্রদূতকে একটি ভিন্ন দেশে পাঠানো হয়, তখন সঠিক এবং প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হল তিনি তার আশেপাশের লোকদের কাছে তার "কর্তৃপক্ষের কাগজপত্র" জমা দেওয়ার সাথে সাথে তার আগমন এবং তার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন যা তাকে তার অবস্থান এবং তার আনুগত্য ঘোষণা করার অনুমতি দেয়। যে দেশে তাকে পাঠানো হয়।

তাই এটা আল্লাহর সন্তানদের সঙ্গে আমরা হজরত ঈসা মসীহের প্রতি আমাদের আনুগত্য সম্পর্কে কাউকে বলার মাধ্যমে এই ঘোষণাটি করি। "আমি হজরত ঈসা মসীহকে ভালবাসতে এসেছি যিনি আমার গুনাহের জন্য মারা গিয়েছিলেন এবং আমাকে তাঁর বেহেস্তি অনন্ত পরিবারে নিয়ে এসেছিলেন। আপনি যদি হজরত ঈসা মসীহের সত্য এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে শুনতে চান, তাহলে চলুন এক কাপ কফিতে একসাথে ঘুরে আসি।"

আমরা "পুনর্জন্ম" হওয়ার পরে, আমরা আমাদের বাকি পার্থিব জীবন কাটাই, যেমন **পাক রুহ আমাদের সুযোগ দেয়**, হজরত ঈসা মসীহের সত্য এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে যতটা সম্ভব মানুষকে বলার জন্য।

তারপর আমরা আমন্ত্রণ জানাই [যেমন আমরা আজকে আপনাদের সঙ্গে করছি] যে কেউ শুনবে আমরা হজরত ঈসা সম্পর্কে যা ঘোষণা করেছি তা বিবেচনা করবে তাদের **নিজেদের হৃদয়ের গোপনীয়তায় দেখতে** যে, হয়তো, পাক রুহও তাদের আমাদের "বেহেস্তের পরিবারে" নিয়ে আসার জন্য নিযুক্ত আছেন কিনা।

যখন আপনি "আল্লাহর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন", তখন একজন অবিলম্বে তা "কাউকে বলুন!"

এটি করার জন্য আমরা একটি সাধারণ ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করেছি যা আমাদের আল্লাহর পরিবারে আমাদের **নিজের "জন্মতারিখ" লিখতে** এবং অন্যদের কাছে ঘোষণা করতে সাহায্য করেছে যে আমরা মসীহের দূত হয়েছি।

যদি এই চিন্তাটি আপনার নিজের হৃদয়ে আবেদন করে, তাহলে আপনি হজরত ঈসা মসীহের সাথে আপনার নতুন সম্পর্ক এবং হজরত ঈসা মসীহের রাষ্ট্রদূত হিসাবে আপনার নতুন অবস্থান ব্যাখ্যা করার সাথে সাথে আপনি যাকে বলবেন তাদের মধ্যে থাকতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হব।

আমরা আপনাকে পরিবারে আন্তরিকভাবে এবং ভালবাসার সাথে স্বাগত জানাই।

আপনার প্রতিক্রিয়া ফিরে পাওয়ার পর, আমরা আল্লাহর পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে প্রেমের বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা যা করতে পারি তা করব।

সবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা,

মসীহে
জন + ফিলিস + সমস্ত WasItForMe.com পরিবার